যুগান্তর

28 MAR 2003

গতকাল এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় হাইলজোড় ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী

নকলমুক্ত পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

গতকাল সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শুরু হয়েছে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা। কোথাও কোন অঘটনের খবর পাওয়া যায়নি। নজিরবিহীন কড়াকড়ির কারণে পরীক্ষার্থীরা নকল পায়নি। কেন্দ্রে ঢোকার সময় দেহ তল্লাশিকালেই অধিকাংশকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাই হলের ভেতর নকল কম হয়েছে। এ কারণে বহিষ্কারের সংখ্যাও কমেছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজে অনেক কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। পৃঃ কঃ ৫

ঢাকার চিত্র

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানী ঢাকায় এসএসসি পরীক্ষা ছিল নকলমুক্ত। সুশৃঙ্খলভাবে ইংরেজি

চিত্র : পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৮

পরীক্ষা : শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসএসসির ইংরেজি প্রথমপত্র এবং দাখিলের কুরআন মজিদ পরীক্ষায় আড়াই হাজার পরীক্ষার্থী ও ১৮ জন শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন। গত বছর এসএসসির প্রথম পরীক্ষায় প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এবার নকলের দায়ে ২ ছাত্র, নকলে সহায়তার দায়ে একজন মাদ্রাসা সুপারসহ ৪ শিক্ষক এবং ২ জন নকল সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত শিক্ষকদের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) বাতিল করা হচ্ছে।

গতকাল রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ছিল নকলমুক্ত ব্যতিক্রমী চিত্র। সারাদেশে কিছু নকল হলেও কোথাও নকলের হাট বসেনি। মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন এবং পরিদর্শকদের কড়া নজরদারি ছিল। নকলপ্রবণতা হ্রাসের কারণ হিসেবে শিক্ষকরা বলেছেন, সরকারের নকলবিরোধী কঠোর পদক্ষেপ ও দেশব্যাপী প্রচারণা থেকে ইতিবাচক ফল এসেছে।

পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে, ইংরেজি প্রশ্ন তেমন কঠিন হয়নি। কিন্তু প্রশ্নের ভাষা গতানুগতিক না হওয়ায় অনেকেরই কিছু কিছু প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হয়েছে।

দেশের ৭টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬৫২ জন এসএসসি, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৩১ হাজার ৬২৮ জন এসএসসি ভোকেশনাল এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬৯ জন দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। মোট ৮৪৬টি কেন্দ্রে এসএসসি, ৪১৫টি কেন্দ্রে এসএসসি ভোকেশনাল এবং ৩৯৬টি কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন এবার নকল কমেছে, কারণ একদিকে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে ভয় বেড়েছে, অন্যদিকে নকলের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে প্রশাসন, বোর্ড ও পরিদর্শকদের কড়াকড়ির কারণে পরীক্ষার্থীরা নকল নিয়ে কেন্দ্রের ভেতরেই প্রবেশ করতে পারেনি। ছাত্রদের মাঝে বহিষ্কারের পাশাপাশি গ্রেফতারের ভয় ছিল। আর শিক্ষকরা বহিষ্কার, এমপিও বাতিল এবং জেল-জরিমানার কারণে সম্মান হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকছেন। রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা কেন্দ্রে ঢুকতে পারেনি বলে পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল।

এরপরও কিছু শিক্ষার্থী নকল নিয়ে কেন্দ্রে গিয়েছে। কিন্তু শিক্ষক নকলে সহায়তা করেছেন। এদের বিরুদ্ধে বহিষ্কারের পাশাপাশি জেল-জরিমানার পদক্ষেপ [illegible] হয়েছে।

নকলে সহায়তার দায়ে কিশোরগঞ্জে [illegible] পরিদর্শক, গাজীপুরের কাপাসিয়ায় [illegible] শিক্ষক, বানারীপাড়ার চাখারে ১ [illegible] শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন। মাদারীপুরে [illegible] একজন পুলিশ সুপার, নীলফামারীতে [illegible] মাদ্রাসা শিক্ষক ও রংপুরে অপর একজন। [illegible] মাদ্রাসা শিক্ষককে নকলে সহায়তার দায়ে [illegible] গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও বগুড়ায় ২ জন করে শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে [illegible] নকলের দায়ে রংপুরের একজন মাদ্রাসার ছাত্র এবং জয়পুরহাটে একজন মাদ্রাসার ছাত্রকে বহিষ্কারের পর গ্রেফতার করা হয়েছে। কাপাসিয়ায় নকল সরবরাহের দায়ে মানিক নামে এক যুবককে এবং একই অপরাধে পীরগঞ্জে একজন বহিরাগতকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে ১ হাজার ৭৮৪ জন শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। অন্যদিকে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ডের মোট ৩৬টি জেলায় ২৯৭ জন পরীক্ষার্থী এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ৪১৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ২২৫টি কেন্দ্রে ১০৫ জন পরীক্ষার্থীর বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে।

বোর্ডওয়ারি এসএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা রাজশাহী বোর্ডে সর্বোচ্চ ৯২২ জন। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে ২৭৭, বরিশালে ৭৭, যশোরে ১৮৪, কুমিল্লায় ১৪৪, চট্টগ্রামে ১৭৪ এবং সিলেটে ৬ জন।

শিক্ষাবোর্ডগুলোর কন্ট্রোল রুম এবং যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুসারে সারাদেশে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা মানিকগঞ্জে ৬, গাজীপুর ১৬, মাদারীপুর ৮, গোপালগঞ্জ ৬, শরীয়তপুর ২, টাঙ্গাইল ১, ফরিদপুর ১০, কিশোরগঞ্জ ১৩, শেরপুর ৫, জামালপুর ৫১, নেত্রকোনা ৬২, মুন্সীগঞ্জ ১, রাজবাড়ী ৪, ময়মনসিংহ ৫৬, নরসিংদী ৯, বরিশাল ২৫, ঝালকাঠি ১২, ভোলা ২৬, পটুয়াখালী ৩, পিরোজপুর ১০, বরগুনা ৭, চট্টগ্রাম ১১৩, কক্সবাজার ১০, রাঙ্গামাটি ১৫, বাগড়াছড়ি ৩০, বান্দরবান ১০, যশোর ৩, খুলনা ৪, সাতক্ষীরা ২, বাগেরহাট ৪, কুষ্টিয়া ১৫৪, চুয়াডাঙ্গা ৫, মেহেরপুর ৬, ঝিনাইদহ ৬, ঝাগুরা ১, কুমিল্লা ৫৮, চাঁদপুর ৩, নোয়াখালী ৬২, লক্ষ্মীপুর ৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৮, ফেনী ৫, রাজশাহী ১১৩, গাইবান্ধা ৬০, নীলফামারী ৪৭, লালমনিরহাট ৬, দিনাজপুর ২০৪, ঠাকুরগাঁও ২৫, পঞ্চগড় ১৯, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৪, নওগাঁ ৩১, পাবনা ২০, সিরাজগঞ্জ ১২১, বগুড়া ৭০, কুড়িগ্রাম ৪৩, জয়পুরহাট ১১, রংপুর ১৪৩, সিলেট ২ ও হবিগঞ্জে ৪।

রাজশাহী : জেলার সবগুলো কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরী ও আশপাশের উপজেলাগুলোর বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, এবার কোথাও নকলের মহোৎসব বসেনি। শান্তিপূর্ণভাবে কেন্দ্রগুলোর ২০০ গজ দূরে অবস্থান করেছে লোকজন। পরীক্ষা হলের ভেতরেও পরিবেশ ছিল শান্ত ও ছিমছাম।

হলগুলোতে প্রবেশের আগে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করা হয়। চারঘাট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে তল্লাশি হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড নকলপ্রবণ বলে বাঘা, চারঘাট ও বাগমারা কেন্দ্র [illegible]

চিত্র : ঢাকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথমপত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়া বহিরাগত কাউকে কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হয়নি। প্রতিটি কেন্দ্রে ও ভেন্যুর গেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করা হয়। প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া কোন কাগজ নিতে দেয়া হয়নি। আসন বিনিময় প্রক্রিয়ায় এক স্কুলের ছাত্রকে অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। পরীক্ষার হলে পরিদর্শকরা ছিলেন সদা সতর্ক। গতকাল এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে।

সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হলেও এক-দেড় ঘণ্টা আগে থেকেই পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমান। কোথাও এক ঘণ্টা আবার কোথাও আধঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের জন্য গেট খুলে দেয়া হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের গেটে ছিল ৮ থেকে ১০ জন পুলিশ সদস্য। সেই সঙ্গে পরীক্ষা কমিটির কর্তা ব্যক্তিরা ছিলেন সেখানে। পরীক্ষার্থীদের চেহারায় উদ্বেগ। আর অভিভাবকরা চিন্তিত। পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করলে অভিভাবকরা রাস্তার পাশেই অপেক্ষা করতে থাকেন। নগরীতে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতকালে রিকশা ও অটোরিকশার ভাড়াও গিয়েছিল বেড়ে। অনেক কেন্দ্রের সামনের রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যানজট লেগে ছিল।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছিল সিদ্ধেশ্বরী স্কুল, সেগুনবাগিচা স্কুল, টিএন্ডটি স্কুলসহ ৮টি স্কুলের ৩৬৩ জন পরীক্ষার্থী। আর বিশেষ পরীক্ষার্থী ছিল ১২১ জন। কেন্দ্র সচিব ও অধ্যক্ষা শাহান আরা বেগম জানালেন, সুষ্ঠুভাবে ও নকলমুক্ত পরিবেশেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ স্কুলের ছাত্ররা টিএন্ডটি স্কুলে আর মেয়েরা সেগুনবাগিচা স্কুলে পরীক্ষা দিয়েছে।

মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মণবাজার স্কুলসহ ৬টি স্কুলের ৫০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। বেলা ১১টায় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা উইন্স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে পরীক্ষা দিয়েছে।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে উদয়ন বিদ্যালয়, আজিমপুর অগ্রণী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজসহ তিনটি স্কুলের মোট ৬০৩ জন ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। এখানে ১ জন ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল। এই কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক অধ্যাপক লতিফা বেগম জানান, খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে। আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে লালবাগ এলাকার ১০টি স্কুলের ৪৮৬ জন ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। ১০ জন অনুপস্থিত ছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং সহকারী কেন্দ্র সচিব হোসনে আরা বেগম জানান, সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়মমাফিক পরিবেশে আমরা পরীক্ষা নিচ্ছি। অভিভাবকরাও পরিবেশ রক্ষায় আন্তরিক সহায়তা দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর কেন্দ্র পরিদর্শন

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতকাল রাজধানীতে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী সকালে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে [illegible] সেখান থেকে তিনি মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা আলীয়া [illegible]